প্রথম আলো

তারিখ 19 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত করা প্রয়োজন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে অনেক দিন ধরেই একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। রাজনৈতিক সরকারের সময় ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল স্থানীয় সাংসদ ও জনপ্রতিনিধিনির্ভর, যা কার্যত দলীয়করণ ও দুর্নীতির সুযোগ করে দিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সে ব্যবস্থা রদ করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ সময়ে, অর্থাৎ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক দিন আগে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিমালাসংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার নতুন সরকার এ অধ্যাদেশের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।

রোববারের *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, নতুন অধ্যাদেশের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পদাধিকারবলে জনপ্রতিনিধিদের রাখার বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কেউ কেউ আমলানির্ভরতার অভিযোগও এনেছেন। অবশ্য তাঁরা অধ্যাদেশের অনেক বিষয়ের প্রশংসাও করেছেন।

এ কথা সত্য, দেশে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান—কোনোটাই যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। সেখানে যেমন অবকাঠামোর অভাব রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিক্ষার সরঞ্জাম বা অনুকূল পরিবেশের অভাব। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে কেনাকাটা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

বর্তমান অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে অনেকে আমলানির্ভরতার অভিযোগ করলেও অতীতে আমরা দেখেছি যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সাংসদেরা তাঁদের এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলোর পরিচালনা পরিষদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এ কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার পরিবেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা আইনপ্রণেতাদের কাজ কি না, সেটাও এক বড় প্রশ্ন। আবার অন্যদিকে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে, মহাব্যস্ত এমন কাউকে কাউকে কমিটির প্রধান করা হয়, যাঁর একটি সই পেতে কিংবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। এ ধরনের কোনো ব্যক্তিকে আলংকারিক প্রধান করা হলে তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে গতিশীলতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। আবার এটাও সত্য, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। দলীয়করণ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সুযোগে দুর্নীতি যেন কোনোভাবেই আগের মতো জেঁকে বসতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা জরুরি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'অধ্যাদেশ স্থগিত করার অর্থ বাতিল করা নয়। এটা হুবহু বহাল থাকতে পারে, অথবা কিছুটা সংশোধনও হতে পারে।' আমরাও মনে করি, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেবেন।